মাশরুম চাষে স্বাবলম্বী রফিকুল

যুগোপযোগী পরিবেশ ও আবহাওয়ার কারণে মাশরুম চাষে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঔষধি গুণসম্পন্ন এ খাবারটির চাহিদাও বাড়ছে ব্যাপক হারে। অথচ এখনও চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম। উৎপাদন বাড়ানো গেলে অর্থনৈতিক সাফল্য নিশ্চিত। ফলে মাশরুম চাষে স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেকে। তেমনই এক সফল চাষী ও উদ্দোক্তা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের রফিকুল ইসলাম রকি। রকি।

করোনার কারনে ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে এসে হতাশার সাগরে ডুবে বন্ধুর পরামর্শ নিয়ে সল্প পুজি নিয়ে ঔষধি সবজি মাশরুম চাষে আগ্রহী হন রফিকুল। ধানের বিনিময়ে টাকা ঋণ নিয়ে মাশরুম চাষ শুরু করেন ২০২০ সালে। নাম দেন সপ্ন মাশরুম সেন্টার । মাশরুম চাষের যাত্রা শুরু করেন বসত ঘরের একটি ছোট্ট জায়গা নিয়ে । তার সেই সপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে এখন তিনি সফল মাশরুম চাষি। জেলার বিভিন্ন স্থানের লোকজন তার মাশরুম সেন্টার পরিদর্শন করেন। মাশরুম ক্রয় করতে এবং তার কাছ থেকে মাশরুম চাষের কলাকৌশল শেখার জন্যে অসেন অনেকে।

রফিকুল জানান বর্তমানে মাশরুম চাষ করে তিনি সব খরচ বাদ দিয়ে ভালো টাকা আয় করতে পারছেন। প্রথম স্পন থেকে ২৫ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়। ২ কেজির একটি স্পন প্যাকেট থেকে একবার ফলনে ৩০০-৫০০ গ্রাম পর্যন্ত মাশরুম পাওয়া যায়। তিনি প্রতিদিন ২-৩ কেজি পর্যন্ত মাশরুম বিক্রি করে থাকেন । প্রতিকেজি মাশরুম বিক্রি হয় ২৫০-৩০০ টাকা দরে।অবিক্রিত মাশরুম ও নষ্ট করেন না তিনি, রোদে শুকিয়ে কেজি প্রতি ১২০০ টাকা দরে বিক্রি করেন দূরবর্তী জেলা গুলোতে। তিনি এই মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চান বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এবং ভবিষ্যতে মাশরুম এর বীজ গবেষণা ল্যাব স্থাপনের ইচ্ছা প্রেষণ করেন।

বর্তমানে রফিকুলের খামারে ৫০০ টির অধিক মাশরুমের স্পন প্যাকেট রয়েছে, এ থেকে তিনি প্রায় ৪০০-৫০০ কেজির মত মশরুম উত্তোলনের লক্ষমাত্রা নিয়েছেন।

চাষী রফিকুল এর পাশাপাশি মাশরুম দিয়ে আচার তৈরি করছেন। তিনি বলেন “আচার আমাদের সবার পছন্দ। একটু বৃষ্টি পড়লেই যেন খিচুড়ি খাওয়ার

ধুম পড়ে যায় আর সাথে চাই আচার। আর মাশরুম দিয়ে তৈরি আচারের মাশরুমের গুণাগুণ সর্বদা অটুট থাকে। সাধারণত ছোট-বড় সব বয়সের মানুষ আচার পছন্দ করেন”মাশরুমে আছে ২৫-৩৫% প্রোটিন। আছে চর্বি শর্করা। যা রোগ প্রতিরোধ করে। পুষ্টিগুনের পাশাপাশি ঔষধী গুন হল, আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, মিনারেল যা শরীরের জন্য উপকারী। মাশরুম ডায়াবেটিস রোগের মহৌষধ।
রফিকুল আরও জানান, সরকারি সহযোগিতা ও সহজ শর্তে ঋণ পেলে তিনি এই চাষের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে চান।

কালীগঞ্জ কৃষি অফিসের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হুমায়ূন কবিরের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে জানান, স্থানীয় ভাবে মাশরুম চাষীদের আর্থিক সহযোগিতা না করতে পারলেও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে কৃষি অফিস চাষীর সাহায্য করে যাচ্ছেন।

সুন্দরবনের বনভূমি পুড়ল আগুনে

সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জে আগুন লেগে বনের গুল্ম জাতীয় গাছপালা পুড়ে গেছে। ধানসাগর ফরেস্ট স্টেশনের শেষ সীমানায় গতকাল সোমবার বেলা ২টার দিকে আগুন লাগার এ ঘটনা ঘটে। বনকর্মী, সহ-ব্যবস্থাপনা টিমের সদস্য ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন পুরোপুরি নিভে না গেলেও আর ছড়াবে না বলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আশ্বস্ত করেছেন। আগুনে সেখানকার ৩ দশমিক ৯৮ শতক এলাকার ঘাস, লতাপাতা, গুল্ম পুড়ে গেছে। খুলনা অঞ্চলের বন বিভাগের প্রধান বন সংরক্ষক মো. মঈনুদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আগুন লাগার খবর পেয়ে ধানসাগর টহল ফাঁড়ির কর্মী, সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (সিপিসি)-এর সদস্যরা দ্রুত সেখানে যান এবং ফায়ার লাইন কাটার মাধ্যমে আগুন বনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করেন। একইসঙ্গে ফায়ার কর্মীরা সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করেন।

প্রধান বন সংরক্ষক মো. মঈনুদ্দিন খান আরও বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে তিনি নিজে এবং সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

(ডিএফও) মো. বেলায়েত হোসেন ঘটনাস্থলে যান। তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

আগুনে তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে তিনি দাবি করেছেন। তবে, আগুন লাগার কারণ কী এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত তা অনুসন্ধানে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন কর্মকর্তা (এসিএফ) এনামুল হককে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। এ কমিটিকে ৭ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ ঘটনায় শরণখোলা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

ধানসাগর স্টেশন কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম বলেন, বেলা দুইটার দিকে সিপিজে সদস্য সোলায়মান হোসেন বনের মধ্যে ধোঁয়ার কন্ডলী দেখে আমাকে ফোন করেন। পরে আমি সিপিজি সদস্য, স্থানীয় লোক ও বনরক্ষীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে স্থানীয়ভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেই। তারা এসে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তবে ততক্ষণে ধানসাগর স্টেশনের টহল ফাঁড়ির এক কিলোমিটার ভিতরে প্রায় ৪ শতক বনভূমি পুড়ে গেছে। তবে বড় ধরনের কোনও গাছ পোড়েনি।

আগুন লাগার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, বিড়ি সিগারেটের অব্যবহৃত অংশ থেকে আগুন লাগতে পারে। আগুন লাগার কিছুক্ষণ আগে অল্প বয়সী কয়েকটি ছেলে বনের মধ্য থেকে বের হয়েছে এমন তথ্য পেয়েছি স্থানীয়দের কাছ থেকে। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।

শরণখোলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা এস এম আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, বন বিভাগের মাধ্যমে খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছি। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও সম্পূর্ণ নেভানো সম্ভব হয়নি। বনের গাছের পাতা পড়ে মাটিতে প্রায় দেড় থেকে দুই ফুট উঁচু পাতার স্তর তৈরি হয়েছে। যার ফলে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে উঠছে। ঝুটের কারখানায় আগুন লাগলে যা হয় তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে স্টেশন কর্মকর্তা এসএম আব্দুল ওয়াদুদ আরও বলেন, দুপুরের দিকে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমেয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল বলে শুনেছি। ধারণা করছি, তাদের ফেলা সিগারেটের অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মোহাম্মাদ

বেলায়েত হোসেন বলেন, আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেছে। এখন আর কোনও সমস্যা নেই। ওই এলাকায় এখন বনরক্ষীদের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

জীবননগরে নির্বাচনী আচরণবিধি বিষয়ক আলোচনা

জীবননগর পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী আচারণবিধি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি জীবননগর পৌর নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী আচারণবিধি ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নির্বাচনী আচারণবিধি ও আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাদিয়া আফরিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবু রাসেল, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার তারেক আহম্মেদ ও জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জীবননগর পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মেয়র প্রার্থী রফিকুল ইসলাম, জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির দলীয় প্রার্থী শাজাহান কবির, ইসলামী শাসন তন্ত্রের দলীয় প্রার্থী খোকন এবং কাউন্সিলর প্রার্থী ইয়াদুল ইসলাম, আক্তারুল ইসলাম, ঠান্ডু প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

“[redacted]” [redacted]

[redacted]

[redacted] (2)[redacted]

সাইমন মন্ডলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সুজিত মন্ডল, ইউপি সদস্য মি: সংকর বিশ্বাস, বাগোয়ান ইউনিয়ন যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক মি: বাবুল মল্লিক, রতনপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্য এস আই নাজমুল, বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের এডমিন বিনিময় বিশ্বাস।

এ সময় বল্লভপুর পূর্বপাড়ার যুবক-যুবতী এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে মাদকের কুফল এবং মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরেন বক্তারা।

কালীগঞ্জে ইয়াবাসহ মাদক কারবারি আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এলাকা থেকে ইয়াবাসহ আলমগীর হোসেন (৩৫) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে ঝিনাইদহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তার কাছ থেকে ৫৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

গতকাল সোমবার তাকে আটক করা হয়। আটক আলমগীর হোসেন উপজেলার চাপরাইল এলাকার মৃত গোলাম নবীর ছেলে।
ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কালীগঞ্জ শহরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের দক্ষিণ পাশের পিচ রাস্তার উপর থেকে ৫৫ পিস ইয়াবাসহ তাকে আটক করা হয়।

এ ঘটনায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার সেই আলোচিত এসপির বদলি

কুষ্টিয়ার সেই আলোচিত পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতকে বদলি করে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

আর কুষ্টিয়ার নতুন পুলিশ সুপার (এস পি)’র দায়িত্ব পেয়েছেন বরিশাল মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার মো. খায়রুল আলম।
গতকাল সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ বদলির আদেশ দেওয়া হয়।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভেড়ামারা পৌরসভা নির্বাচনে এক বিচারিক হাকিমের সঙ্গে দুর্ব্যববহার করে সমালোচনায় পড়েছিলেন কুষ্টিয়ার এসপি তানভীর।
তানভীরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আরজি জানিয়ে গত ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেন বিচার বিভাগীয় ওই কর্মকর্তা।

ওই ঘটনায় হাই কোর্ট কুষ্টিয়ার এসপি এসএম তানভীর আরাফাতকে তলব করে। তাতে তিনি অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে নিঃশর্ত ক্ষমা চান।

চুয়াডাঙ্গায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এর চেয়ারম্যান আগরওয়ালাকে সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জানিফ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্যের উপ-কমিটির সদস্য ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এর সভাপতি তারাদেবী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ

কুমার আগরওয়ালাকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।
গতকাল সোমবার বেলা ২টার সময় ডিঙ্গেদহ বাজারে এই শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

ভালো নেই গাংনীর মাটির কারিগররা

কিশোর বয়সে মনের অজান্তেই মা- বাবার দেখা দেখিতে এই কুমোর জিবনে জড়িয়ে গেছেন মঞ্জুরী পাল। স্বামীর সংসারে এসেও একই কাজ। রাত দিন কাদামাটির কাজ করে যেন হয়ে গেছেন মাটির মানুষ।

সংসারে রয়েছে এক মেয়ে ২ ছেলে। জমি জিরাত নেই। এ কাজ করে যা আয় হয় তা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করানোর পর মেয়েকে বিয়ে দেন।
আর বড় ছেলে এমএ পাশ করে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। ছোট ছেলে পড়ছেন উচ্চ মাধ্যমিকে। অন্য ব্যবসা করার মতো অর্থ না থাকায় বাধ্য হয়ে এ পেশায় নিয়োজিত।
শুধু মঞ্জুরী পাল নয়, তার মতো শতাধিক পরিবারের লোকজন দিন রাত পরিশ্রম করেও দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্ত হতে পারছে না গাংনীর আমতৈল গ্রামের কুমোররা।
এক দিকে মাটি ও আনুষাঙ্গিক জিনিসের দাম বেড়েছে। অন্যদিকে প্ল¬◌াস্টিকের চমকপ্রদ দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় নিপুণ শিল্পকর্ম খচিত মাটির জিনিষের কদর কমে গেছে। ফলে দৈন্যদশা বিরাজ করছে কুমোরদের মাঝে। স্বল্প সুদে ঋণ পেলে ঘুরে দাঁড়াতে পারে বলে জানিয়েছেন শতাধিক কুমোর পরিবার।
মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে আমতৈল গ্রাম। গ্রামের ২৭টি কারখানায় শতাধিক পরিবারের লোকজন মৃৎ শিল্পের সাথে জড়িত। নারী- পুরুষ সবারই কাদামাটির গন্ধমাখা শরীর।

এক সময় এদের নিপুণ হাতের শিল্পকর্মে তকতকে কাদামাটি হয়ে উঠে নিত্য ব্যবহার্য বাসন পত্র, ফুলের টব, নান্দা, খেলনাসহ কারু কাজ করা শোপিচ। বেশ কদরও ছিল এসব জিনিষের।

এনামেল ও প্লাস্টিকের তৈরি জিনিষের কদর বেড়ে যাওয়ায় মাটির তৈরি জিনিষের এখন আর সেই কদর নেই। এখন পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য তৈরি করা হচ্ছে মাটির পাট বা স্লাব। জেলার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিভিন্ন জেলাতেও বিক্রি হচ্ছে এসব স্লাব। এদের কাজের নিপুণতা ও সৌন্দর্য থাকলেও মলিন পোশাক, ও রোগ ব্যধির ফলে দ্রুত আসা বার্ধক্য একটা মলিন আবরণ ফেলে দিয়েছে।

কারখানার মালিক স্বপন জানান, আগে এক ট্রলি মাটির দাম ছিল ২০০ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১০০০ টাকা। জ¦◌ালানীর দামও বেড়ে গেছে। কারখানার মালামাল তৈরি ও চুলার জন্য জমি লীজ নিতে হয়। এক বিঘা জমি লীজ নিতে বাৎসরিক ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা দিতে হয়। বছরের মাত্র ৮ থেকে ৯ মাস চলে এ ব্যবসা।
অনেক কুমোর বিভিন্ন সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে মৃৎ শিল্পে বিনিয়োগ করেছেন। আনুষঙ্গিক খরচ মিটিয়ে এমন কোন টাকা থাকে না যা দিয়ে সমিতির কিস্তি পরিশোধ করবেন। সরকার যদি স্বল্প সুদে কুমোরদের ঋণের ব্যবস্থা করতো তাহলে সকলেই স্বাবলম্বী হতে পারতো। একই কথা জানালেন মঞ্জুরী বালা পাল।

গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কাজি আবুল মনসুর জানান, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সরকার দুটি কর্মসূচি চালু করেছেন। একটি ভাতা কর্মসূচি অন্যটি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি। কুমোররা যদি ঋণের জন্য আবেদর করেন তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে দ্বিতীয় দিনে করোনা টিকা নিলো ১৩০ জন

মেহেরপুর করোনা টিকা প্রদানের দ্বিতীয় দিনে টিকা নিয়েছে ১৩০ জন। সোমবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হসপিটালে করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ কার্যক্রমের ২য় দিনে

কোভিড-১৯ টিকা নিলো ১৩০ জন ব্যাক্তি।

এই বিষয়ে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ড. নাসির উদ্দিন জানান, প্রথম দিনে মেহেরপুর সদরে ২০ জনকে এই টিকা দেওয়া হয়েছিলো তার ভিতরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও আমি নিজে ছিলাম এখনো পর্যন্ত টিকা নেওযার পর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি।

তিনি আরও জানান,এখন থেকে ৪০ বছর এবং এর বেশি বয়সী সকল মানুষ কভিড-১৯ এর টিকা নিতে পারবেন।

মেহেরপুরে এ পর্যন্ত অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন প্রায় ১৪শ জন। মেহেরপুরের তিন উপজেলাতেই দেওয়া হচ্ছে টিকা।